আজকের কাগজ

তারিখ ... 25 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

54

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে জামাত-শিবিরের নয়া পাঁয়তারা

সদরুল আইন ঃ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির, গোলামচক্র ঘৃণ্য নীল নক্সা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন দু'টি এলাকায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্যে ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কিনেছে। স্বাধীনতাবিরোধী সন্ত্রাসী চক্রটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ কিলোমিটার দূরে ঝিনেদা-কুষ্টিয়া সড়কের পাশে শৈলকূপা থানার ১নং ত্রিবেনী ইউনিয়নের মদনডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এবং কুষ্টিয়া সদর থানার শান্তিডাঙ্গা গ্রামের মধুপুর বাজারের পাশে এ সম্পত্তি কিনেছে। মাধাবপুর বাজারের কাছে মাদ্রাসা তৈরির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, মদনডাঙ্গায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্যে ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণের কাজ ২/১ মাসের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভবন নির্মাণের নক্সাও তৈরি হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবির নির্মাণে দু'টি মুসলিম দেশ অর্থ সহায়তা করবে বলেও সূত্রটি উল্লেখ করে। এ ছাড়া শিবির পরিচালিত কোচিং সেন্টারগুলোর আয়, ক্যালেন্ডার ডায়রী ও ভর্তি গাইড বিক্রির টাকা আদায়কৃত চাঁদার অর্থসহ পার্শ্ববর্তী থানাগুলো থেকে ক্যাডার ও দলীয় কর্মিদের মাধ্যমে প্রায় ৩০ লাখ টাকার তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা তৈরির জন্যে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়ছে বলে একাধিক সূত্র উল্লেখ করে। গত রোজা থেকে ইঃবিঃ'র শিবির চক্র ইফতার পার্টি ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের ধোঁয়া তুলে বিভিন্ন ইউনিয়নের হাটবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। অর্থ প্রদানের জন্যে তারা জনসাধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রচারপত্র, লিফলেট, হ্যান্ডবিল বিতরণ করে। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়। এদিকে গত ৩ মে শিবির চক্রের কেন্দ্রিয় সভাপতি মাদ্রাসা নির্মাণের অগ্রগতি ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছে বলে শিবিরের একটি সূত্র জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা যায়, ইঃবিঃকে একক নিয়ন্ত্রণ ও কুক্ষিগত করাসহ গোলাম চক্রের ৯নং সেক্টর হিসেবে পরিচিত ঝিনেদা-কুষ্টিয়াতে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রভাব প্রতিপত্তি এবং স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সূতিকাগার হিসেবে গড়ে তোলার নগ্ন পদক্ষেপ হিসেবে কেন্দ্রিয় কমিটির কর্তৃক গৃহীত নীল নকশা অনুসারে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্র মতে, ইঃ বিঃ শিবির চক্র ও প্রশাসনের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা ও প্রত্যক্ষ মদদ দান, নেতা-কর্মিদের বিগত বছরগুলোর মূল্যায়ন রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলা কমিটির সুপারিশক্রমে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুসারে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি হবে গোলাম চক্রের দেশের বৃহত্তর মূল প্রশিক্ষণ ঘাঁটি। রাজধানীর বাইরে জেলা সদর থেকে ২৩ কিঃ মিঃ দূরে প্রত্যন্ত জনপদে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হলে প্রশাসনের খুব একটা নজরে আসবে না বলে তাদের ধারণা। আর এ কারণে ফ্যাসিস্ট চক্র ইঃ বিঃকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে যাচ্ছে। সূত্র মতে, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ইসলামী শিক্ষা, কোচিং, গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সার্বক্ষণিক ফ্রি থাকা খাওয়া, চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কথা বলা হলেও মূলত বিভিন্ন অঞ্চলের পরিক্ষিত ক্যাডারদের এখানে এনে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া এই কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের রূপরেখা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে তা কেন্দ্রিয় কমিটিতে চূড়ান্ত অনুমোদনে জন্যে পাঠানো হবে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়। ভারতবিরোধী প্রপাগাণ্ডা ছড়ানো, সীমান্ত পথে ক্যাডার ও অস্ত্র আনা নেয়া সহজতর হব বলে সীমান্তবর্তী এই এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে আসল উদ্দেশ্য বলে সূত্রটি উল্লেখ করেন। এদিকে এই ঘটনার প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন, অভিভাবক ও রাজনৈতিক মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।